সমস্যায় জর্জরিত শেকৃবির বিভিন্ন আবাসিক হল

- খাবারের নিম্নমান ও মাদকের ব্যাপকতায় অতিষ্ঠ বিজয়-২৪ আবাসিক হলের শিক্ষার্থীরা
- সিরাজউদ্দৌলা হলে দীর্ঘদিনের সমস্যার কার্যকর সমাধান নেই
- মেয়েদের হলগুলোতেও শিক্ষার্থীদের নানা অভিযোগ

সিফাতুল্লাহ আমিন, শেকৃবি

সংগৃহীত ছবি

রাজধানীর শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) বিভিন্ন আবাসিক হলে খাবারের নিম্নমান, পানি সংকট, অবকাঠামোগত ঝুঁকি ও মাদকের বিস্তারসহ নানা সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে বিরাজ করছে। তবে এসব সমস্যার বিপরীতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে না হল প্রশাসনকে—এমন অভিযোগ শিক্ষার্থীদের।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বিভিন্ন সময়ে সমস্যাগুলো নিয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আশ্বাস বা সাময়িক

উদ্যোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে প্রশাসনের কার্যক্রম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি আবাসিক হলের মধ্যে অন্তত চারটি হলের শিক্ষার্থীরা প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন।

অন্য হলগুলোতেও বিভিন্ন সমস্যা থাকলেও কার্যকর সমাধানের উদ্যোগ নেই বলে দাবি তাদের।

সবচেয়ে বেশি অভিযোগ উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয়-২৪ আবাসিক হলকে ঘিরে। হলটির শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে খাবারের নিম্নমান ও মাদকের বিস্তার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছেন।

সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, হলটির ডাইনিং ও ক্যান্টিনে খাবারের মান নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ রয়েছে।

তাদের অভিযোগ, পচা ও বাসি খাবার পরিবেশন করা হয় ও আগের দিনের খাবার গরম করে আবার দেওয়া হয়। ডাল ও ভাজিতে অতিরিক্ত পানি মিশিয়ে পরিমাণ বাড়ানো হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। অনেক সময় সদ্য রান্না করা

খাবারেও নিম্নমানের উপকরণ ও পচা মাছ পাওয়া যায়।

খাবারের মান ও বৈচিত্র্যের অভাবে অনেক শিক্ষার্থী বাধ্য হয়ে রুমে রান্না করছেন অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে হোটেলে খাচ্ছেন।

এতে তাদের বাড়তি অর্থ ব্যয় হচ্ছে ও স্বাস্থ্যঝুঁকিও তৈরি হচ্ছে। এ ছাড়া রুমে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক চুলা নিরাপত্তাহীন বলে অভিযোগ রয়েছে।

হলের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের এক শিক্ষার্থী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, আমাদের হলের খাবার যদি টানা সাত দিন দুই বেলা করে হল প্রভোস্ট ও ভিসি স্যারকে খাওয়ানো যেত, তাহলে তারা প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারতেন।

এদিকে হলটিতে মাদকসেবনের ব্যাপকতার অভিযোগও তুলেছেন শিক্ষার্থীরা। তাদের দাবি, বিশেষ করে ‘বি’ ব্লকের চতুর্থ ও পঞ্চম তলার কয়েকটি কক্ষে নিয়মিত গাঁজার আসর বসে।

এ ছাড়া হলের ছাদেও গভীর রাত পর্যন্ত আড্ডার আড়ালে মাদকসেবন চলে বলে অভিযোগ

রয়েছে।

পড়ুন

আরিফিন শুভকে নিয়ে গর্বিত তিশা

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে বিজয়-২৪ হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. জাহিদুর রহমান প্রথমে প্রতিক্রিয়া জানাতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে তিনি বলেন, আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। খাবারের মান এখন ভালো। আর বিজয়-২৪ একটি ‘নো স্মোকিং’ হল। এখানে মাদকসেবনের কোনো সুযোগ নেই। তারপরও অভিযোগের বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও শেরে বাংলা আবাসিক হলেও বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষার্থীরা।

এক হাজার শিক্ষার্থীর আবাসন সুবিধাসম্পন্ন নবাব সিরাজউদ্দৌলা হলে দীর্ঘ এক মাসের বেশি সময় ধরে খাবার পানির সংকট ছিল। হল কর্তৃপক্ষের দাবি, আর্থিক সংকটের কারণে দ্রুত সমাধান সম্ভব হয়নি।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, হলটির ডাইনিংয়ে কম দামে খাবার দেওয়া হলেও নিম্নমানের কারণে অধিকাংশ শিক্ষার্থী সেখানে খেতে অনাগ্রহী। ফলে এক হাজার শিক্ষার্থীর বিপরীতে দুপুরে মাত্র ১০০ থেকে ১৫০ জন ও রাতে ৩০ থেকে ৪০ জন খাবার নেন। হলটিতে মাদকসেবন প্রতিরোধেও কার্যকর পদক্ষেপ নেই বলেও অভিযোগ রয়েছে।

অন্যদিকে শেরে বাংলা আবাসিক হলে বিভিন্ন কক্ষের ছাদ ও পলেস্তারা খসে পড়ার ঘটনা ঘটছে। কিছু কক্ষ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়লেও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে দৃশ্যমান ব্যবস্থা নেই বলে অভিযোগ করেছেন তারা। খাবারের মান নিয়েও অসন্তোষ রয়েছে।

পড়ুন

১০৭ বিধায়ককে নিয়ে পদত্যাগের হুঁশিয়ারি বিজয়ের

বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের আবাসিক হলগুলোতেও পানি ও খাবারের মান নিয়ে দীর্ঘদিনের অভিযোগ রয়েছে।

অপরাজিতা-২৪ আবাসিক হলের শিক্ষার্থীরা জানান, সেখানে প্রায়ই পানির সংকট দেখা

দেয়। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে আন্দোলনের চেষ্টা করলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তবে এরপরও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে দাবি তাদের।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, রান্নার সরঞ্জাম জব্দ করা হলেও খাবারের মানোন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষার্থী বলেন, শিক্ষার্থীদের সমস্যার প্রতি প্রশাসনের পর্যাপ্ত মনোযোগ নেই। অনেক শিক্ষক শিক্ষার্থী-বান্ধব হওয়ার চেয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেশি মনোযোগী হয়ে পড়ছেন কি না, সেটিও ভাবার বিষয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে মাদকের বিস্তার রোধে সম্প্রতি ‘সচেতন শিক্ষার্থীবৃন্দ’ ব্যানারে প্রশাসনিক ভবনের সামনে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন শিক্ষার্থীরা। এতে ছাত্রদল, ছাত্রশিবিরসহ বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরাও অংশ নেন।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, এরপরও প্রশাসনের পক্ষ থেকে দৃশ্যমান কোনো কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এমনকি বিজয়-২৪ হলে সাতজন মাদকসেবীকে হাতেনাতে আটক করে

প্রশাসনের কাছে সোপর্দ করা হলেও পরে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। কয়েক দিন আগে ওই হলে গাঁজাসহ এক রিকশাচালক আটক হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে বলে জানা গেছে।

এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব হলসহ অন্যান্য হলে গানের আসরের আড়ালে চলে মাদকের আড্ডা।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. আরফান আলী কালের কণ্ঠকে বলেন, মাদকের সমস্যা সমাধানে আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছি ও কিছু কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মাদকসেবীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে একটি নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। পাশাপাশি হলগুলোর অন্যান্য সমস্যার সমাধানেও প্রশাসন কাজ করছে।